সংবাদ • 112

তারিখ ... 18-2-86 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 6 ...

হত্যা করেছিল কে?

ড: আবদুল খালেক

১৯৬৯ সালের জানুয়ারীতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মিছিলে ডঃ জোহা (প্রথম সারিতে সর্ব বামে)। —ফটো : মনয় ভৌমিক

ফায়ার' আমার ছেলে মেয়েরা এখনই চলে যাবে এখান থেকে, একটু সময় দিন। পাঞ্জাবী অফিসারটি তখন খুব উত্তেজিত। আমাদের ছেলে মেয়েদের প্রতি এমন কিছু অশোভন বাক্য সে প্রয়োগ করছিল যে তাতে আমাদের ছাত্রদেরকে কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছিলনা। ডঃ জোহা এক সময় ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট নাছিম সাহেবকে জানালেন বিশ্ববিদ্যালয় গেটে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে, আপনারা বরং সেনা বাহিনীকে এখান থেকে একটু সরিয়ে বেতার কেন্দ্রের গেটের দিকে নিয়ে যান। এতে ছাত্রদের উত্তেজনা কমে যাবে, পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সহজ হবে। ডঃ জোহার এ কথায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেনাবাহিনীর জওয়ানদেরকে বেতার কেন্দ্রের দিকে সরে আসতে বলে নিজে গাড়ীতে উঠে সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ তখন দু'দলে ভাগ হয়ে গেছেন। কতিপয় শিক্ষক ছাত্রদেরকে নাটোর রোড থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর নিয়ে আসার কাজে ব্যস্ত, অন্যদিকে ডঃ জোহার সাথে আমরা ক'জন শিক্ষক নাটোর রোডের এমন একটা জায়গায় অবস্থান নিয়েছি যাতে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা ছাত্রদেরকে সরাসরি গুলী করতে না পারে। ছাত্ররা তখন প্রায় শান্ত, নাটোর রোড ছেড়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে চলেছে, এমন সময় আকস্মিকভাবে গুলী চালানো হলো, গুলীর আঘাতে আমি ছিটকে পড়ে গেলাম নাটোর রোডের দক্ষিণ পাশের এক খাদে, যেখানে জড়ো করে রাখা হয়েছিল একগাদা খড়। একই খাদের মধ্যে লক্ষ্য করলাম আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ কাজী আবদুল মান্নান। কিছুক্ষণের জন্য চারদিক একেবারে নীরব বলে মনে হলো, তারপর হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেলাম। খাদের মধ্য থেকে সেই পাঞ্জাবী অফিসারের মুখটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সে নিজে ডঃ জোহাকে হত্যা করেছে। পাঞ্জাবী অফিসারের নামটি ছিল মিঃ হাদী।

প্রশ্ন উঠতে পারে হাদী একজন অফিসার হয়ে নিজের হাতে কেন ডঃ জোহাকে হত্যা করবে? মনে রাখতে হবে সময়টি ছিল ১৯৬৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, বাঙালী জওয়ানেরা তখন বাঙালীর বুকের দিকে তাক করে আর গুলী ছুড়তে পারছে না। পাঞ্জাবী অফিসারের চাপের মুখে বাঙালী জওয়ানেরা এক পর্যায়ে আমাদের দিকে গুলী ছুড়ে ছিল বটে, কিন্তু তারা ইচ্ছে করেই রাইফেলের নল নীচু করে লক্ষ্য ভ্রষ্টের মাধ্যমে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল, নইলে এত কাছে থেকে আমাদের রক্ষা পাবার কথা নয়।

আমাদের অবস্থা জানার জন্য ডঃ জোহা ছুটে আসছিলেন, ঠিক সেই সময় পাঞ্জাবী অফিসার 'হাদী' নিজে হাতে ডঃ জোহাকে হত্যার দায়িত্ব তুলে নেয়। ডঃ জোহার করুণ আর্তনাদে স্থির থাকতে না পেরে খাদের মধ্য থেকে উঠে দু-পা এগুতেই ধরা পড়ে গেলাম সেই খুনী পাঞ্জাবী অফিসারের হাতে। ডঃ মান্নানও আমাকে গুলী করতে উদ্যত হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে সদ্য আগত জনৈক উচচ পদস্থ সামরিক অফিসার আমাদেরকে 'আণ্ডার এ্যারেষ্ট' বলে ঘোষণা করলেন। পাঞ্জাবী অফিসারটি আমার মুখে একটা শক্ত ঘুষি বসিয়ে দিয়ে জওয়ানদের হাতে ছেড়ে ছিল। মাটিতে লুটিয়ে পড়া দেহটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ডঃ জোহার সাদা জামা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। ডঃ জোহার কাছে আমরা যেতে চাইলাম, কিন্তু যেতে দেয়া হলো না। জওয়ানদের হাতে আমরা তখন বন্দী।

ডঃ জোহা হত্যার এ সব কথা অনেকের কাছে আজ পুরাতন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে ডঃ জোহা হত্যার তাৎপর্য একটু ভিন্ন। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে তিনিই বোধ করি প্রথম শহীদ শিক্ষাবিদ। ডঃ জোহার আত্মদান নিঃসন্দেহে আমাদের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছে। মানুষ সবচেয়ে ভালবাসে নিজের জীবনকে। সেই প্রিয় জীবনকে যারা দেশের জন্য, দশের জন্য বিলিয়ে দিতে পারেন তারা অতি মহৎ মানব। ডঃ জোহা সেই মহৎ মানবেরই একজন। ডঃ জোহা আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু দেশের জন্য তার সেই আত্মত্যাগের আদর্শ আমাদের সবার স্মৃতিতে চির অমর, চির অক্ষয় থাকবে।

ডঃ জোহাকে

প্রতিবছর ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ডঃ জোহাকে আমরা যখন স্মরণ করতে বসি, অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে থাকেন ডঃ জোহাকে হত্যা করেছিল কে? ডঃ জোহাকে যখন নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়, আমি তখন তাঁর খুব কাছে ছিলাম যে কারণে আমাকে এ প্রশ্ন করা খুব স্বাভাবিক। তবে প্রশ্নটির জওয়াব দেয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। আমাদের ওপর আকস্মিকভাবে যখন গুলী চালানো হয় তখন আমরা খানিকটা দিশাহারা এবং হতচকিত। তবে ডঃ জোহা হত্যার ঘটনাটি আমার এত কাছে এবং প্রকাশ্যে ঘটেছিল যে, ডঃ জোহার হত্যাকারীকে আমি চিনতে ভুল করিনি। ঘটনাটি ছিল এরকম--১৯৬৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী। সকালে শীত যেমন থাকার কথা তেমন ছিলনা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে দেশে তখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেণ্ট জহুরুল হকের নির্মম হত্যার প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা ১৮ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০ টার দিকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটে সেনাবাহিনীর দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। সেদিন নাটোর রোডে জারি ছিল ১৪৪ ধারা। আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা সেনাবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে এবং ছাত্রছাত্রীদের ওপর যেকোন মুহূর্তে গুলীবর্ষণ হতে পারে একথা ভেবে ডঃ জোহা দ্রুত চলে আসেন ঘটনাস্থলে। একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে সেদিন বাংলা বিভাগে আয়োজিত একটি পুস্তক প্রদর্শনীর কাজে আমি ব্যস্ত ছিলাম। আমরা বই-পুস্তকগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় তাকিয়ে দেখলাম ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাণের ভয়ে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিপদের কথা ভেবে সব কাজ ফেলে রেখে এগিয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয় গেটের দিকে নাটোর রোডে পা দিয়েই বুঝতে পারলাম সেনা বাহিনীর জওয়ানরা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গুলী করার জন্য রাইফেল তাক করে বসে আছে। ডঃ জোহা পাগলের মত ছুটাছুটি করছিলেন আর সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবী অফিসার ও ঘটনাস্থলে কর্মরত ম্যাজিস্ট্রেট নাছিম সাহেবের কাছে গিয়ে অনুরোধ করছিলেন 'প্লিজ ডোণ্ট